রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত ও মুকীমের জন্য একদিন একরাত নির্ধারণ করেছেন।

শুরাইহ ইবন হানী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশার কাছে মোজার উপর মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে আসলাম। তিনি বললেন, তোমার উচিত এ বিষয়ে ইবন আবি তালিবকে জিজ্ঞেস করা। কেননা, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফর করতেন। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত ও মুকীমের জন্য একদিন একরাত মোজার উপর মাসেহ
নির্ধারণ করেছেন।”
[সহীহ] [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]

শুরাইহ ইবন হানী ‘আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর একজন বিশিষ্ট সঙ্গী ছিলেন। তিনি আমাদের মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনাহার কাছে মোজার উপর মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ‘আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কাছে জিজ্ঞাসা করতে বললে তিনি (শুরাইহ) তার কাছে মোজার উপর মাসেহ করার মেয়াদ সম্পর্কে জানতে আসেন। যেহেতু ‘আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মোজার উপর মাসেহ এর সুন্নাত সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। তিনি বলেন, “আমরা তাকে মোজার উপর মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম” অর্থাৎ মোজার উপর মাসেহ এর মেয়াদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। আর মাসেহ হলো, ভেজা হাত অঙ্গে লাগিয়ে টেনে নেওয়া। আর খুফ হলো চামড়ার তৈরি জুতা যা দু’টাখনু ঢেকে রাখে। আর জাওরাব হলো, পায়ে মোড়ানোর জন্য চুল বা পশমের তৈরি পাতলা বা ঘন মোজা যা শীত নিবারণের জন্য পা থেকে টাখনুর উপর পর্যন্ত পরিধান করা হয়। ‘আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাদেরকে জবাব দিলেন যে, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত ও মুকীমের জন্য একদিন একরাত মোজার উপর মাসেহ নির্ধারণ করেছেন।” এ হাদীস জমহূর আলেমদের দলিল যারা বলেছেন, মোজার উপর মাসেহের সময়সীমা মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত। মুসাফিরের জন্য সময়সীমা বেশি হওয়ার কারণ হলো সফরের কষ্টের কারণে রুখসাত পাওয়ার ক্ষেত্রে তারাই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/10406